আধুনিক পরিবেশ ইসলাম

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক পরিবেশে ইসলাম

অধ্যাপক গোলাম আযম

অনুবাদ ও সম্পাদনা
অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী

স্মৃতি প্রকাশনী

www.pathagar.com

আধুনিক পরিবেশে ইসলাম

অধ্যাপক গোলাম আযম

অনুবাদ ও সম্পদনা ঃ অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী

প্রকাশক

মোঃ নেছার উদ্দিন মাসুদ

৪৫১, মিরহাজীরবাগ, ঢাকা-১২০৪

ফোন ঃ ৭৪১১২৭০

প্রকাশ কাল

রজব ঃ ১৪২৩ হিঃ

আশ্বিন ঃ ১৪০৯ বাং

সেপ্টেম্বর ঃ ২০০২ইং

১০ম প্রকাশ

আগস্ট- ২০১৫

শ্রাবণ- ১৪২২

শাওয়াল- ১৪৩৬

নির্ধারিত মূল্য: ১৫.০০ (পনের) টাকা মাত্র

'আধুনিক পরিবেশে ইসলাম' -অধ্যাপক গোলাম আযম রচিত A Guide to Islamic Movement বইটির অংশ বিশেষের অনুবাদ।

www.pathagar.com

'আধুনিক পরিবেশে ইসলাম' লেখকের কোন মূল রচনা নয়। ইসলামী আন্দোলনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পূর্বে A Guide to Islamic Movement নামক যে মূল্যবান বইটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছিলেন সে বইটির অংশ বিশেষের অনুবাদ ও সম্পাদনা।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলশ্রুতিতে যে আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে-শিল্পকলা, সাহিত্য, চারুকলা, সিনেমা-শিল্প ইত্যাদি তার আনুষঙ্গিক অত্যাবশ্যকীয় দিক। অপরদিকে গড়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, কম্যুনিজম-সমাজবাদ, গণতন্ত্র ইত্যকার বিভিন্ন মতবাদ বা ইজম। এসবের সমাবেশে ইসলাম আধুনিক সমাজে চলতে পারে কিভাবে এবং এ পর্যায়ে ইসলাম আধুনিক সমাজের মানুষের নিকট কি দাওয়াত পেশ করে-এ বিষয়টিকেই গ্রহণ করা হয়েছে মূল গ্রন্থ থেকে। বলাবাহুল্য, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে গ্রন্থটির পূর্ণ ও হুবহু প্রকাশ সময়োপযোগী নয় বিবেচনা করেই কেমলমাত্র বর্তমান সময়ে সামঞ্জস্যশীল অংশটুকুই পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হলো। আধুনিক পরিবেশ ও ইসলাম সম্পর্কে যারা চিন্তা-ভাবনা করেন তাঁদেরকে পুস্তিকাটি যদি কোন আলোর সন্ধান দিতে সক্ষম হয় তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার যোগ্যতার মোটেই দাবী নেই। তাই বইটির মূল বক্তব্য প্রকাশে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে আল্লাহ পাকের নিকট মাফ চাচ্ছি। বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার তাগিদে মূল বইয়ের পরম্পরাকে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করতে হয়েছে।

পুস্তিকাটির ব্যাপারে কেউ কোন সংশোধনী বা পরামর্শ দিলে সাদরে গ্রহণ করা হবে।

- সম্পাদক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। ইসলাম কি	৫
২। রেসালাত	৬
৩। বিজ্ঞান ও ইসলাম	৭
৪। সংস্কৃতি ও ইসলাম	৯
৫। শিল্পকলা-সাহিত্য ও ইসলাম	১০
৬। চারুকলা ও ইসলাম	১০
৭। সিনেমা শিল্প ও ইসলাম	১১
৮। ইসলামের প্রাধান্য	১১
৯। ইসলামের উদাত্ত আহ্বান	১২
১০। ইসলামী আইনের ধারণা	১৩
১১। ইসলামের লক্ষ্য	১৩
১২। বিভিন্ন ইজম সম্পর্কে ইসলাম	১৫
ক) সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	১৫
খ) জাতীয়তাবাদ	১৫
গ) পুঁজিবাদ	১৬
ঘ) সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম	১৬
ঙ) গণতন্ত্র	১৮
১৩। উপসংহার	১৯
১৪। ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত	১৯
১৫। ইসলামী আন্দোলনের স্থায়ী কর্মসূচী	২০

www.pathagar.com

আধুনিক পরিবেশে ইসলাম

ইসলাম কি

শাব্দিক অর্থে ইসলাম মানে আনুগত্য। পারিভাষিক অর্থে ইসলাম মানে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ ও শর্তহীন আত্মসমর্পণ। আল্লাহর প্রাকৃতিক আইন যেমন সমগ্র বস্তুজগতে পরিব্যাপ্ত, ইসলামও তেমনি আল্লাহ্ প্রদত্ত সামাজিক আচরণ সম্পর্কিত বিশ্বজনীনভাবে প্রযোজ্য বিধি-বিধান নিয়ে গঠিত। কুরআন ঘোষণা করেঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَه اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (ال عمرن- ٨٣)

"তারা কি আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন পথের সন্ধান করে? অথচ আসমান জমীনে যা কিছু আছে তারা সবাই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং তারই নিকট সবাইকে ফিরিয়ে আনা হবে।"

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, মানবকুল সহ সমগ্র বিশ্বজগৎ তারই ইচ্ছার নিকট অর্থাৎ তার তৈরী প্রাকৃতিক আইনের নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু বিশ্বের মূল পরিকল্পনানুযায়ী মানব জাতিকে ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। কাজেই মানুষ কোন পথে তার ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে সে স্বাধীন। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালা মানব জীবনের এ দিকটির জন্যও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ তৈরী ও মনোনীত করে দিয়েছেন যাতে মানুষ চাইলে তার সেই স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে এসব নির্ভুল আইনসমূহ অনুসরণ করতে পারে।

মানুষের সামাজিক ব্যবহার ও স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এসব আইন আল্লাহর জবরদস্তিমূলক শক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় না, যেমন হয় প্রাকৃতিক আইনের ব্যাপারে। আল্লাহ্ এগুলোকে মানুষের জন্য ঐচ্ছিক করে মানব জাতিকে তা মেনে চলতে বলেছেন এবং আল্লাহর প্রতিনিধি (খলীফা) হিসাবে মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিজেদের স্বার্থে সেগুলোকে বাস্তবায়িত করতে বলেছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামের আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্য ইহকাল ও পরকালের শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করবে। কেননা সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর গোটা জৈবিক ও জড় জগতে পূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হবে। সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে শান্তি বজায় রাখার সেটাই একমাত্র পথ এবং তাতেই রয়েছে ইসলামের নামের যথার্থতা যা শান্তির অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক আইনের নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টি শান্তি ও ঐক্য ভোগ করে আসছে। মানবজাতিও ইসলামী আইনকে অনুসরণ করেই স্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারে। কেননা এ দু'ধরনের আইন একই উৎসমূল স্রষ্টার মহা পরিকল্পনা থেকে উদগত।

রেসালাত

সুখ-শান্তি ও প্রগতির ভিত্তিমূলে যে সঠিক জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন সে জন্য মানব জাতি স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর সবচেয়ে বড় ও মূল্যবান দান হল নির্ভুল জ্ঞানের প্রত্যাদেশ (অহী)। সেই প্রত্যাদেশের বাহককে বলা হয় নবী বা রসূল।

দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) কে নবী করেই পাঠানো হয়েছিল। কেননা আল্লাহর অহী ভিত্তিক জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞানের আর কোন উৎস নেই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর শেষ নবী ও রসূল এবং পবিত্র কুরআন ঐশীগ্রন্থসমূহের মধ্যে চূড়ান্ত ও শেষ ঐশীগ্রন্থ এবং কেবলমাত্র কুরআনই তার মৌলিক বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

ঐশী বিধানের প্রকৃত ভিত্তি হলো রেসালাতের প্রতিষ্ঠান। কেবলমাত্র আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়াই নবীর কর্তব্য নয়। কুরআন বলে ঃ

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ايتِه

وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (الجمعة - ٢)

তিনিই (আল্লাহ) যিনি অক্ষরজ্ঞানহীনদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন নবী প্রেরণ করেছেন যাতে নবী তাদের নিকট তাঁর (আল্লাহ তায়ালার) নিদর্শনাবলী পাঠ করবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও (সমস্যা সংকুল মানব জীবনে আল্লাহর বাস্তব প্রয়োগের) কৌশল শিক্ষা দেবেন।

www.pathagar.com

কাজেই নবী হলেন আল্লাহর বান্দাগণের জন্য অনুসরণযোগ্য নির্ধারিত একমাত্র আদর্শ। কেবলমাত্র নবীই আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যাদাতা। প্রকৃত বিশ্বাসীর (মুমিনের) নিকট আল্লাহর নিযুক্ত নবী রসুলগণের ব্যাখ্যা ছাড়া বিপরীত কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কুরআন হলো আল্লাহর কিতাব এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঐ কিতাবেরই জীবন্ত প্রতীক। কথা বা কাজের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কুরআনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে বলা হয় সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এই সুন্নাহকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রমাণিত করে হাদীসের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

নবীর মর্যাদা অবশ্যই অত্যন্ত সুস্পষ্ট থাকতে হবে। ইসলামের পবিত্রতা নির্ভর করে নবীর মর্যাদার যথাযথ সংরক্ষণের উপর। নবী সর্বদাই স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত হন। নবী সম্পর্কে আল্লাহ এই প্রশংসা পত্র পেশ করেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى * اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى (النجم-٣-٤)

"তিনি তার প্রবৃত্তির পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না বরং তিনি তাই বলেন যা তার নিকট প্রত্যাদেশ (অহী) হয়ে আসে।"

কাজেই একজন মুসলমানের সত্যিকার মনোভাব হবে নবীর নিকট আগত অহীর নিকট আত্মসমর্পণ, তা সে সেই প্রত্যাদেশের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হোক আর নাই হোক।

নবীর এ মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য প্রয়োজন অন্য কাউকে সে মর্যাদায় সমাসীন না করা। অর্থাৎ কেবলমাত্র নবী ছাড়া অন্য কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা যাবে না। অন্যদের প্রতি আনুগত্য হবে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে।

বিজ্ঞন ও ইসলাম

বিজ্ঞান হলো বস্তু জগতের অধ্যয়ন। বস্তু ও বস্তুগত শক্তিকে যে সব আইন পরিচালিত করে তাকে জানার যে প্রচেষ্টা তাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান আমাদেরকে প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদকে ব্যবহারের সামর্থ দান করে। কিন্তু বিজ্ঞানের কোন বস্তু তৈরী করার ক্ষমতা নেই। সে কোন একটি ক্ষুদ্র অনু-পরমাণুও সৃষ্টি করতে পারে না। ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং থাকতে পারে না। কেননা দু'টোই এক উৎস থেকে উদগত এবং বিশ্বজগতের বর্তমান জীবন ধারা সম্পর্কিত বিষয়ের একই পরিকল্পনার দু'টো দিক মাত্র।

কাজেই প্রকৃতপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যই ইসলামের বিরোধী হতে পারে না। অপরদিকে কুরআন সুন্নাহও বিজ্ঞানের বিরোধী হতে পারে না। অবশ্য

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিকদের এমন কোন মতবাদ বা থিওরী যা কেবলমাত্র আন্দাজ-অনুমান নিয়ে গঠিত, যা প্রমাণিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার সাথে ইসলামের গরমিল থাকতে পারে। পরিস্কারভাবে এটা বুঝতে হবে যে, বিজ্ঞান মানে কেবলমাত্র সেই জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও বস্তুর পরীক্ষার মাধ্যমে লব্ধ এবং যা সন্দেহাতীত সত্য বলে পরীক্ষিত। কেবলমাত্র চরম অজ্ঞানতা বা যথার্থ বুদ্ধি বিচক্ষণতার অভাব হেতুই কতিপয় তথাকথিত 'আধুনিকতাবাদীরা' ইসলামকে বিজ্ঞানের বিরোধী বলে মনে করে এবং কতিপয় 'বকধার্মিক'ও বিজ্ঞানকে ইসলাম বিরোধী বলে মনে করেন। যে ক্ষেত্রে জীবনের ও প্রকৃতির আইনের উভয় স্রোতধারাই মহাশক্তিশালী আল্লাহর নিকট থেকে আগত সে ক্ষেত্রে কিভাবে তা ইসলাম বিরোধী বা তার বিপরীত হতে পারে?

কিন্তু আধুনিক মানুষকে বিজ্ঞানের ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহী দেখা যায়। তারা বৈজ্ঞানিক আবিস্কারাদি থেকে অনেক বেশী কিছু আশা করে। তাদের অনেকে আবার বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে অনুধাবন করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের পরিধির প্রকৃতি গুপ্ত সম্পদ আবিস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উক্ত গুপ্ত সম্পদ ব্যবহারে বিজ্ঞান মানবতাকে পরিচালিত করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বিজ্ঞান আণবিক শক্তিকে কেবলমাত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছে, কিন্তু এ বিরাট শক্তি কিভাবে ব্যবহার করা যাবে সে সম্পর্কে সে চুপচাপ। এখান থেকেই সঠিক পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং এখান থেকেই ঐশী জ্ঞানের কাজ শুরু হয়। ইসলামের কাজ হলো মানবতাকে তার শারীরিক শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে তারা কি ধরনের আচরণ করবে সে সম্পর্কে তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা। কাজেই বিজ্ঞানের কাজ যেখানে শেষ হয়, নবী রসূলদের কাজ সেখান থেকেই শুরু হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে বলা যায়, তারা একে অপরের সম্পূরক, একে অপরকে অস্বীকার করে না। একটি বস্তু জগতকে গবেষণা করে নিত্য নতুন জিনিস বের করে, অপরটি তা কোথায় এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা আমাদেরকে জানিয়ে দেয়।

বিজ্ঞান সম্পর্কে অপর একটি মহাসত্য হলো এই যে, এর পরিধি কেবলমাত্র বস্তু ও বস্তুগত শক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার বাইরে কোন কিছুর ব্যাপারে বিজ্ঞান কোন মতামত দেয় না, দিতে পারে না। মৃত্যুর পর কোন জীবন আছে কি নেই, কোন হাশর-নশর হবে কি হবে না - এ ব্যাপারে বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না।

www.pathagar.com

কোন বৈজ্ঞানিকই তার গবেষণাগারে গবেষণা করে এ কথা বলে দিতে পারে না যে, 'মিথ্যা কথা বলা অন্যায়'। কেননা তার নিকট মিথ্যা হল কেবল তাই যা কোন একটি বস্তুগত মতকে অস্বীকার করে। কাজেই এমনি ধরনের বিষয় বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। অতএব বিজ্ঞানের নামে পরকালকে অবিশ্বাস করা বা অস্বীকার করাই সর্বাধিক অবৈজ্ঞানিক কাজ।

একজন দার্শনিকের ভাষায় বলতে গেলে 'আধুনিক মানুষের সবচেয়ে বেদনা দায়ক দিক হলো সেই অনস্বীকার্য সত্য যে, সে আজ বিজ্ঞানের সহায়তায় দ্রুততম পাখীর চেয়ে দ্রুততর উড়ে যেতে পারে। দ্রুততম চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে দ্রুততর দৌড়াতে পারে, দ্রুততম জলজন্তুর চেয়ে দ্রুততর সাঁতার কাটাতে পারে, কিন্তু সে এ বিশ্ব চরাচরে 'মানুষের' ন্যায় বসবাস করতে ব্যর্থ হয়েছে'। বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর একমাত্র কারণ হল ঐ ঐশী নির্দেশের অনুপস্থিতি যা সে খুব সতর্কতার সাথে এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট।

সংস্কৃতি ও ইসলাম

সংস্কৃতি হলো কোন একটি বিশেষ মানব গোষ্ঠীর জীবন যাপনের নৈপুণ্য। তার বিভিন্ন শাখা হলো ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, ব্যবহারের ধরন, স্থাপত্য শিল্প, সূক্ষ্মতর আবেগ সমূহের প্রকাশ পদ্ধতি এবং অন্যান্য রীতিনীতি যা উক্ত গোষ্ঠীর সাধারণ সামাজিক উত্তরাধিকার এবং যা অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে আলাদা আলাদাভাবে গড়ে উঠেছে যদিও তা উক্ত গোষ্ঠীর আদর্শবাদের পরিচালনায় মৌলিক বিষয়সমূহের সীমাবদ্ধ পরিসরে পরিবর্তনযোগ্য। ইসলাম কোরআন ও সুন্নাহর সীমার আওতায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও অগ্রগতি সমর্থন করে এবং সংস্কৃতির যে কোন ক্ষেত্রে সে সীমার বাইরে চলে যাওয়ার বিরোধীতা করে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে কার্যতঃ একটি পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। বিভ্রান্ত মুসলমানগণ বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে ধার করে তাদের সংস্কৃতিতে যা সংযোজন করে তা মোটেই ইসলামী সংস্কৃতি নয়। ইসলামী সংস্কৃতি কোন অবস্থাতেই কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী হতে পারে না।

একটি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো বিজাতীয় সংস্কৃতির জোয়ারের মুখে নিজেদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের শক্তি ও সামর্থ্য রাখে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার চেয়েও এটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের পাতায় এর ভূরি ভূরি নজীর পাওয়া যায় যে, রাজনৈতিক বিজয়ের পূর্বশর্ত হিসাবে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক বিজয় ঘটেছে। এ দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক গোলামী রাজনৈতিক পরাধীনতার চেয়েও গ্লানিকর। কোন দেশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গোলামীতে ভুগতে থাকলে কোন এক সুবিধাজনক পর্যায়ে সে শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করার সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু যে জাতি একবার সাংস্কৃতিক গোলামীতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে সে এটা অনুধাবন করতেই ব্যর্থ হয়ে পড়ে যে, তাকে তার সাংস্কৃতিক প্রভুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান উচিত এবং এরূপ এক জাতি তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার পরও কোন কিছুই লাভ করতে পারে না।

শিল্পকলা-সাহিত্য ও ইসলাম

সাহিত্য হলো জীবনের প্রতিচ্ছবি মূলক আক্ষরিক বর্ণনা, মানব সমাজে কি রয়েছে তার একটি সুক্ষ্মতর প্রতিফলন। কোন মানবিক কাজই নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সংগঠিত হয় না এবং সাহিত্য প্রচেষ্টাও এ ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম নয়। 'শিল্পকলার জন্য শিল্পকলা'-এ একটি মৃতদর্শন। শিল্পকলা অবশ্যই হবে জীবনের জন্য এবং জাতিতে জাতিতে জীবনের ধারণা হয় ভিন্ন ভিন্ন।

একজন মুসলমানের তৈরী সাহিত্যে ইসলাম পরিচালিত জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ও আবেগের প্রতিফলন হওয়া উচিত। কোন একটি ইসলামী সমাজ এ ধরনের সাহিত্য বরদাশত করতে পারে না যা ইসলামের নৈতিক সীমাকে অতিক্রম করার উৎসাহ যোগায় এবং ইসলামী মূল্যবোধের ধারনাকে দুর্বল করে।

চারুকলা ও ইসলাম

চারুকলা হলো আভ্যন্তরীণ ভাবধারা প্রকাশের ঐ সব মাধ্যম যা মানুষের আবেগকে নাড়া দেয়। আবেগ হলো চালিকাশক্তি যা মানুষকে কাজের উত্তপ্ত ময়দানে নিক্ষেপ করে। ইসলাম আবেগকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও আবেগকে বুদ্ধিবৃত্তির উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া সমর্থন করে না। আবেগ বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে পরিচালিত হলে আশ্চর্য ধরনের ফল লাভ করতে পারে।

ইসলাম চারুকলার বিরোধী নয়। ইসলাম কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় নৈতিক সীমা নির্ধারন করে যাতে চারুকলার মাধ্যমে সমূহ ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে। ইসলামের কথা দূরে থাকুক, একজন জাগ্রত বিবেকবান নাস্তিকও তথাকথিত চারুকলা শিল্প সমর্থন করবে না যা নৈতিকতাহীনতার দিকে ঠেলে দেয় এবং পাপ প্রবণতাকে উৎসাহিত করে।

www.pathagar.com

সিনেমা শিল্প ও ইসলাম

সিনেমা শিল্প ও টেলিভিশন নিঃসন্দেহে শক্তিশালী গণশিক্ষার মাধ্যম। যন্ত্রটি নিজে কোনক্রমেই অনৈসলামী নয়। যা আপত্তিকর তা হলো তার অপব্যবহার। বর্তমানে বিবেকহীন লোকেরা একে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে থাকে। আজকে এটা আমাদের যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ডকে দ্রুত ধ্বংস করে দিচ্ছে। অথচ এর সদ্ব্যবহার দ্রুততার সাথে তাদের চরিত্র গড়ে তুলতে পারে।

ইসলামের প্রাধান্য

ইসলাম অন্য কোন জীবন বিধানের অধীনে বেঁচে থাকার জন্য আসেনি। কারণ কোন ব্যবস্থাই অন্য একটি জীবন বিধানের অধীনে বেঁচে থাকতে ও উন্নতি লাভ করতে পারে না। শুধুমাত্র ধর্ম হলে তা পারা যায়। কিন্তু কোন নবীই ইসলামকে শুধুমাত্র ধর্ম হিসাবে প্রচার করেননি। তাদের কেউই কোন মানব রচিত জীবন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। কোরআন ঘোষণা করে ঃ

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه بِا الْهُدى وَدِيْنِ لْحَقِّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه - وَكَفى بِاللّه شَهِيْدًا - (الفتح -٢٨)

'তিনি সেই (আল্লাহ) যিনি তার বাণী বাহককে (রসূল) হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ এজন্য পাঠিয়েছেন যে, তিনি অন্যান্য সকল মতাদর্শের উপর একে বিজয়ী মতাদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন, আর আল্লাহই এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।

কাজেই যদি আমরা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে ইসলামকে অনুসরণ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই অন্যান্য সকল জীবন ব্যবস্থার উপর ইসলামের প্রাধান্যের জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সকল নবী রাসূলই এই দৃষ্টিতে বিপ্লবী নেতা ছিলেন। তারা ঐশী বিধানের প্রাধান্যের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও নমরুদ, হযরত মুসা (আঃ) ও ফেরাউন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তদানীন্তন আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধের এটাই ছিল মূলীভূত কারণ।

আজকের দিনেও এটাই স্বাভাবিক যে, যারা ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে এবং যারা তাদের নিজেদের প্রবৃত্তি বা মানব তৈরী বিধানানুযায়ী শাসন করতে চায় বা যারা ক্ষমতাসীন তাদের মধ্যে একই ধরনের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম চলবে।

এ পর্যায়ে এটা বলা সংগতিহীন হবে না যে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী এবং কেবলমাত্র ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা এমন সব সংগঠন যাদের ধর্ম বোধের ধারণা কেবল

www.pathagar.com

মাত্র কতিপয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের বাইরে যায় না বা দেশে কোন ধরনের আইন শাসন বা জীবন বিধান প্রাধান্য লাভ করল তা নিয়ে যারা কোন চিন্তা-ভাবনা করে না-তাদের মধ্যে কদাচিত কোন বিরোধ দেখা যায়। এ ধরনের ধর্মের ধ্বজাধারীরা (তা তারা পীরই হোক বা ওলামা, সন্যাসীই হোক বা পুরোহীত) ইসলামী বিপ্লবের এ সংগ্রামের পথে সহায়তা না করে সাধারণতঃ বিরোধিতাই করে থাকে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, যুগে যুগে যে সব নবী রসূল এসেছেন তারা সবাই স্ব স্ব যুগের বিরাট বিপ্লবী ব্যক্তিত্বই ছিলেন এবং কেবলমাত্র সাহসী ও একনিষ্ঠ ব্যক্তিগণই তাদের সত্যিকার অনুসারী হতে পারে। যারা সুবিধাবাদী, দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দ যাদের কাম্য, যারা নৈতিক সাহস, হিম্মৎ এবং ত্যাগ কোরবানীর মনোভাব বর্জিত এবং সহজ জীবন যাপনই যাদের জীবনের লক্ষ্য, এমনকি যারা কঠোর সংযমী, তাপস ও দরবেশ তারা ব্যক্তিগত জীবনে যতই ধর্মপরায়নতা পালন করুক না কেন, তারা সেই বিপ্লবী মনোভাবের পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হতে পারে না।

বিপ্লবী আন্দোলন ব্যতীত ইসলামের প্রাধান্য সম্ভব নয় এবং কেবলমাত্র সৃজনশীল আবেগ-উদ্দীপনা ও আদর্শিক আগ্রহ অনুভূতি সম্পন্ন সাহসী ও ত্যাগের মনোভাবে উজ্জীবিত ব্যক্তিরাই এ ধরনের আন্দোলন পরিচালনা করতে পারে।

ইসলামের উদাত্ত আহবান

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ কর" (আল বাকরা ২০৮)। আল্লাহ আংশিক আনুগত্যে সন্তুষ্ট নন। ইসলাম কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয়ের আনুগত্যই দাবী করে না। ইসলাম মানব জীবনের সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব চায়। ইসলাম চায় বিশ্ব জাহানের মালিকের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন। নিখিল জগতের স্রষ্টা কিভাবে এ কথার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে পারেন যে, তাঁর সৃষ্টজীব হয় তাকে স্বীকার করুক অথবা অন্য যে কাউকে তাদের প্রভূ বলে মেনে চলুক?

কাজেই ইসলাম কাউকে এ অনুমতি দেয় না যে, সে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে হবে একজন মুসলমান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হবে একজন সমাজতন্ত্রী বা কম্যুনিষ্ট, রাজনৈতিক ব্যাপারে হবে একজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গণতন্ত্রী এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে হবে একজন ভোগবাদী।

মানব জীবন একটি অবিচ্ছেদ্য একক। একে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা যায় না।

www.pathagar.com

মানব জীবনের সকল বিষয় একই গোটা জিনিসের অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। কাজেই সেই গোটা জীবনটা একই নীতি ও দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া দরকার। এমনিভাবে ইসলাম তার অনুসারীদের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে ঈমান, নিয়ত ও আমলের ক্ষেত্রে এক সার্বিক বিপ্লবের পরিকল্পনা দেয়। আমাদের জন্য কেবলমাত্র দু'টি বিকল্প রয়েছে। হয় ইসলামকে পুরাপুরি গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার অর্থ হলো কুফরী এবং আংশিক পরিত্যাগের অর্থ হলো মুনাফেকী। কুরআনের ঘোষণা মোতাবেক মুনাফেকী কুফরী থেকেও জঘন্য।

ইসলামী আইনের ধারণা

ইসলামী আইন ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবনের নীতিমালাসমূহ নিয়ে গঠিত ও পরিব্যাপ্ত। ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ-এ পাওয়া যায়। ইসলামী সমাজের অন্যান্য আইনসমূহ এসব মৌলিক বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসভাকে একটি গতিশীল সমাজের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল আইন প্রণয়ন করতে হবে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল মানবীয় প্রতিষ্ঠানই সার্বভৌমত্বহীন। তারা কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতেই আইন প্রণয়ন করতে পারে-এর বিপরীত কোন আইন প্রণয়নের অধিকার তাদের নেই।

ইসলামের লক্ষ্য

ইসলামের সত্যিকার লক্ষ্য হলো মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে, জাতিকে জাতির গোলামী থেকে এবং মানবতাকে মানবতার গোলামী থেকে মুক্ত করে সারা বিশ্ব মানবতাকে তাদের সকলের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহর দাস হিসাবে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুক্তির অর্থ হলো, মানুষ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো অধীন হবে না। আল্লাহ তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, তাদের জীবন, মরণ ও পরিণতির মালিক। কাজেই কেবলমাত্র তিনিই তাদের সত্যিকার আইনানুগ ও প্রকৃত সার্বভৌম। মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কেউই ন্যায়তঃ

www.pathagar.com

মানুষের উপর আইনসংগত আনুগত্যের দাবী করতে পারে না। কোন সৃষ্টিরই তার স্রষ্টার কর্তৃত্বের উপর প্রাধান্য স্থাপনের অধিকার নেই।

কুরআন ঘোষণা করে ঃ

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ * تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - (الاعراف)

'শোন, সৃষ্টি তারই এবং আদেশ দেবার কাজও তারই। পবিত্রতা ও প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য তিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।'

এ ব্যাপারে কুরআন এতই সুস্পষ্ট যে, কুরআন ঘোষণা করে ঃ আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে পৌত্তলিকতার কাজ করে। ইসলামের মতে এর বিপরীত কোন আইনের নিকট আত্মসমর্পণ বা ইসলাম ব্যতীত কোন দর্শন বা জীবন বিধানের অনুসরণ মাটির মূর্তির সামনে মাথা নত করার মতই একটি পৌত্তলিকতার কাজ। আজকের দিনে মানবতা জাতি, ভাষা, বর্ণ, অর্থনৈতিক শ্রেণী, রাজনৈতিক ধারণার ন্যায় বহু সংখ্যক দেবদেবীর নিকট আত্মাহুতি দিচ্ছে - যাদেরকে তারা পূজা করে ধর্মনিরপেক্ষ কায়দায়।

ইসলাম এ সকল বাধা বিপত্তির শিকলকে ভেঙ্গে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। ইসলাম চায় মানবতার মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। ইসলাম সাদা-কালো, পূর্ব-পশ্চিম, আরব-অনারব ইত্যাকার ভেদাভেদকে ধুয়ে মুছে দিয়ে তাদেরকে অন্য কারো মত নয়; কেবলমাত্র আল্লাহর আইনের অধীন করে দেয়। এই ছিল নবী রসূলদের দাওয়াত। এই দাওয়াতকে নিয়েই গড়ে ওঠে ইসলামী আন্দোলন যা তার সাধ্যমত সামর্থ্য ও সম্পদ নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ইজম সম্পর্কে ইসলাম

সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

বস্তুতান্ত্রিক জীবন দর্শনে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে একটি আদর্শ হিসাবে মনে করা হয়। বস্তুত এটা কোন ইতিবাচক আদর্শ নয় বরং একে আদর্শের অনুপস্থিতি বলা যায়। ইউরোপের নবজাগরণের প্রথম দিকে চার্চ ও পাদ্রিদের অন্যায় জুলুমের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এর জন্ম।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহকে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই মানতে হবে সামষ্টিক জীবনের হেদায়েত দানে তিনি অসামর্থ এরূপ ধারণা ও বিশ্বাস ইসলামের দৃষ্টিতে হাস্যস্পদ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এ ধরণের চিন্তা করতে বাধ্য। কেননা তাদের ধর্মগ্রন্থ মানবীয় বিষয় সমূহে হেদায়েত দানে যথেষ্ট নয়। ইসলামী পণ্ডিতদের চিন্তাধারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ ব্যাপারে আস্থাশীল যে কুরআন ও সুন্নাহ মানব জীবনের সকল দিকের সমস্ত সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ সক্ষম। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা অজ্ঞানতাহেতু মনে করতে পারে যে, ইসলাম কেবলমাত্র একটি ধর্ম। কিন্তু একজন সচেতন মুসলমানের পক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব। তথাকথিত অকৃত্রিম 'মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীর' জন্য এটাই একমাত্র সম্মানজনক বিকল্প যে তারা তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করুক, কেননা 'মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী' হলো একটি হাস্যস্পদ ভ্রান্তি।

জাতীয়তাবাদ

যদিও ইসলামী রাষ্ট্র ছোট হোক বড় হোক একটি বিশেষ ভূ-খণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত হবে তবুও ভৌগলিক এককের উপর ভিত্তি করে কোন জাতীয়তার ধারণা সম্পূর্ণ অনৈসলামী। ইসলাম তার আদর্শ ব্যতীত সকল সীমানাকে উঠিয়ে দেয়। ইসলাম অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও অন্য কোন বাঁধার ভিত্তিতে মানবতার শ্রেণীবিন্যাসে বিশ্বাস করে না।

জাতীয়তা হলো একটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যকার ঐক্যের অনুভূতি। মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বলতে গেলে ঐক্যের বাস্তব ভিত্তি হলো চিন্তার ঐক্য ও

www.pathagar.com

জীবনোদ্দেশ্যের ঐক্য। কাজেই ইসলাম মানবতাকে কেবলমাত্র দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে - ইসলামী জীবন ধারার প্রতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী জনসমাজ।

পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদ হলো মানবেতিহাসের অন্যতম প্রধান অভিশাপ। এটা ব্যক্তির 'অধিকার তত্ত্বের' উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যক্তিবাদের চরম রূপ, যা রাষ্ট্রের পুলিশী কার্যাবলী ব্যতীত সকল কার্যাবলী ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বন্ধ করে দেয়া। একটি পুঁজিবাদী সমাজই সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের প্রসারের জন্য সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র। যারা তথাকথিত 'মুক্ত অর্থনীতির' সমর্থনে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার উদাহারণ পেশ করে তারা এটা ভুলে যায় যে, এ দু'টো দেশই সারা বিশ্বের সম্পদ লুটে নেবার সুযোগ পেয়েছিল।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক শোষকদের জন্যই উপযোগী হতে পারে। এ অর্থব্যবস্থা এমনকি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও যে উপযোগী নয় তা এখানে দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই।

সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম

কালমার্কসের মূল থিওরীকে সমাজতন্ত্রই বলা হতো এবং পরে তা কম্যুনিজম বলে পরিচিতি লাভ করে। কতিপয় কারণে কম্যুনিজম পরিভাষাটি বদনাম অর্জন করে এবং বর্তমানে আবার সেই পুরানো নাম সমাজতন্ত্রই ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য এ দু'য়ের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সেই পার্থক্য কেবলমাত্র মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে - দর্শন ও নীতির দিক থেকে নয়।

পুঁজিবাদের প্রতি যে ঘৃণা তা সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। কেননা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের নিকট অন্য কোন বিকল্প অর্থ ব্যবস্থা জানা নেই। বর্তমান পর্যায়ে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কেবলমাত্র তাত্ত্বিকভাবেই কিছু লোকের নিকট পরিচিত রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী অর্থ ব্যবস্থাই চালু রয়েছে।

গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, রাজনীতির ব্যক্তিতান্ত্রিক দর্শন ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে (পুঁজিবাদী ধরনের) অর্থনৈতিক গোলামীই সৃষ্টি করে। আর সমাজতান্ত্রিক দর্শন অর্থনৈতিক মুক্তির অভিনয়ে রাজনৈতিক দাসত্বেরই সৃষ্টি করেছে। সমাজতন্ত্র হলো রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যা রাজনৈতিক,

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক একনায়কত্ব সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা একই সংস্থার হাতে একীভূত করে। কে এই সত্য অস্বীকার করতে পারে যে ক্ষমতা সর্বদাই দুর্নীতির সৃষ্টি করে এবং সর্বময় ক্ষমতা সার্বিকভাবেই দুর্নীতির সৃষ্টি করে? মৌলিক অধিকারের যুক্তিযুক্ততার নীতি, সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি এবং সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অপব্যবহারকে রোধ করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক শাসনের অধীনে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যাপারে বলা যায় যে, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের কোনই সুযোগ হতে পারে না। এটা অস্বাভাবিক নয়, কেননা এ ব্যবস্থা দেশের সকল নাগরিককে সরকারী কর্মচারীতে পরিণত করে। যেখানে উৎপাদন ও বন্টনের উপায় উপকরণ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন এবং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, সেখানে নাগরিকবৃন্দ স্বাভাবিকভাবেই সরকারী চাকরে পরিগণিত হয়। সর্বাধিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তার সরকারী কর্মচারীদেরকে খোলাখুলিভাবে সরকারী নীতির সমালোচনা করার এবং জনগণকে একটি বিকল্প সরকার গঠনের জন্য সংগঠিত করার অনুমতি দেয় না। কাজেই সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনে খাপ খায় না। গণতন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্র চলতে পারে না এবং অর্থনৈতিক মুক্তি ও পুঁজিবাদ একত্রে থাকতে পারে না।

মানুষ কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক জীবই নয়। মানুষ জেলের ভিতর ভাল খাদ্য পেয়েই সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে তার স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে না খেয়ে থাকতে পারে। কাজেই সমাজতন্ত্র যদিও তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। এটা সুস্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী ধরনের কল্যাণ রাষ্ট্র বা উৎপাদন উপায় ও বন্টনের সমাজতান্ত্রীককরণ কোনটাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির যে লক্ষ্যমাত্রা তা অর্জনে সক্ষম হতে পারে না।

যারা সমস্যার এই জটিলতাকে অনুধাবন করে তাদের প্রতি আবেদন এই যে, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাকে বুঝবার জন্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করুন। তাদেরকে এও স্মরণ রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধে কোন বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনৈসলামিক নয় কিন্তু মালিকানা অবশ্যই ব্যক্তিগত থাকতে হবে। কোন বিশেষ

www.pathagar.com

সম্পদ অন্যায়ভাবে আর্জিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে রাষ্ট্র নিশ্চয়ই উক্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারে না। অধিকন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক যদি তার কর্মচারীদের যথার্থ সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বিধি বিধান মেনে চলতে অস্বীকার করে তাহলে রাষ্ট্র তার মালিককে তা রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয় করে ফেলতে বাধ্য করতে পারেন।

গণতন্ত্র

আধুনিক গণতন্ত্র ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে অনেক মিল এবং বহু প্রকার অমিল রয়েছে। সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো সার্বভৌমত্বের ধারণা সম্পর্কে। ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর হাতে এবং জনগণ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কুরআন সুন্নাহর বিপরীত পথে নয় বরং সেই মোতাবেক আইন প্রণয়ন করতে পারে।

রাষ্ট্রনীতির ঘোরপ্যাচের মধ্যে সার্বভৌমত্বের স্থান নির্ধারণের সমস্যা এক চিরস্থায়ী সমস্যা। একে কেবলমাত্র আল্লাহর হাতে অর্পণ করেই এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ কর্তৃক নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সার্বভৌমত্বের সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ যুক্তির দিক থেকে কেবলমাত্র আল্লাহই ধারণ করার দাবী করতে পারেন।

নিরাপদ ভাবেই এটা বলা যেতে পারে যে, আধুনিক গণতন্ত্রের ভাবধারার সাথে ইসলামের যথেষ্ট মিল রয়েছে, যদিও কার্যক্ষেত্রে নৈতিকতা ও নিঃস্বার্থপরতার উপর ইসলামের গুরুত্বের কারণে কতিপয় পার্থক্য দেখা দেয়।

www.pathagar.com

উপসংহার

আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি যে সব মূলনীতির উপর তা হলো ঃ ১। ধর্মনিরপেক্ষতা ২। জাতীয়তাবাদ ৩। জনগণের সার্বভৌমত্ব।

সে ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থার ভিত্তি হলো ঃ (১) রাজনৈতিক বিষয় সহ জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আত্মসর্ম্পণ (২) মানবতাবাদ (৩) সার্বভৌমত্ব আল্লাহর এবং খেলাফত জনগণের।

এ কয়টিই হলো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌল বিষয় এবং কার্যতঃ সম্পূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো এ সব মূলনীতির ভিত্তিতে মানব সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা।

ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত

ইসলামী আন্দোলন সাধারণভাবে মানব জাতিকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানদিগকে আল-কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বিপ্লবী আন্দোলন থেকে গৃহীত ৩ দফা দাওয়াত গ্রহণ করার আবেদন পেশ করে। এ দাওয়াত মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের সকল দূর্গতির প্রতিষেধক।

প্রথম দফা দাওয়াত গোটা বিশ্ব মানবতাকে নিম্নোক্ত ভাষায় উদাত্ত আহবান জানায় ঃ

(১) "গোটা বিশ্বজাহানের প্রভুকেই আপনার একমাত্র সার্বভৌম প্রভুরূপে এবং তার বাণী বাহক (নবী) কে আপনার জীবনের সকল ক্ষেত্রের প্রশ্নাতীত নেতারূপে গ্রহণ করুন।"

যে ব্যক্তি উক্ত নীতিকে গ্রহণ করে নেন তাকে এরই স্বাভাবিক ফল হিসাবে দ্বিতীয় দফা দাওয়াত গ্রহণ করার অনুরোধ করা হয়।

(২) "সকল প্রকার মুনাফেকী পরিত্যাগ করুন। বিশ্বাস ও কার্যক্রমের মধ্যকার সকল প্রকার বৈসাদৃশ্য ত্যাগ করুন। এবং আল্লাহ ও তাঁর সর্বশেষ নবীর বিপরীত সকল প্রকার আনুগত্য পরিহার করুন।"

যে সকল ব্যক্তি এ দুই দফা দাওয়াতকে সচেতনভাবে কবুল করে নেন ইসলামী আন্দোলন তাদের তৃতীয় দফার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার আবেদন জানান।

www.pathagar.com

(৩) "যদি আপনার জীবনকে আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী পরিচালিত করতে চান তাহলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ ও খোদাহীন নেতৃত্ব থেকে মুক্তি লাভ করুন এবং যারা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নবীর অনুসরণ করে চলে সে সব খোদাভীরু ও সৎ লোকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করুন।"

যারা এ দাওয়াতের সত্যকে অনুধাবন করেন তারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করুন আর যারা ইসলামী আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধকতা ও বাধার সৃষ্টি করে তারা তাদের আচরণের জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করার জন্য তৈরী হউন।

এ বিপ্লবী দাওয়াতের তাৎপর্য এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কে এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারে যে, মানুষের উপর মানুষের চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বই মানব সম্পর্কিত সকল অসুবিধার মূলীভূত কারণ এবং কেবলমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বই ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যকার সম্পর্ককে সঠিক ও যথার্থ করে তুলতে পারে। যুক্তিসংগত এটাই যে, আল্লাহর বাণীবাহক (নবী) ব্যতীত অন্য কোন মানুষই মানুষের আদর্শ হতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী ও রসূল এবং তার মাধ্যমে সকল নবীকে মানা যেতে পারে।

মনে করা যায় যে, মুসলমানগণ কালেমা তাইয়্যেবার মধ্যেই এ নীতিকে কবুল করে নিয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তাদের প্রচারিত বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের মধ্যে জঘন্য রকমের বৈপরীত্বে ভূগে।

সকল সমস্যার বড় সমস্যা হলো সৎ, নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী নেতৃত্বের অভাব। আল্লাহর নিকট জবাবদিহির ভয়শূন্য লোক সঠিক নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। আর ত্যাগী ও সৎ নেতৃত্ব ব্যতীত এমন কি ধর্মীয় জীবনও যথার্থভাবে চলতে পারে না।

কাজেই ইসলামী আন্দোলনের উক্ত ৩ দফা দাওয়াত সকল মানব সমস্যার একেবারে মূলেই আঘাত হানে।

ইসলামী আন্দোলনের স্থায়ী কর্মসূচী ঃ

ইসলামী আন্দোলনের ৪ দফা স্থায়ী কর্মসূচী থাকা দরকার। সেগুলো হলো নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

(১) ব্যক্তিগত যোগাযোগ, বক্তৃতা-আলোচনা, সাময়িকী, সম্মেলন, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী, টেপরেকর্ড, প্রামাণ্যচিত্র ও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বিপুল সংখ্যক সাহিত্যের মাধ্যমে হেকমত ও যুক্তিসংগত পন্থা অবলম্বনে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জনগণের (বিশেষ করে শিক্ষিত মহলের) চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন।

বিশেষভাবে ৩টি দিক সম্পর্কিত সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন যথা ঃ

(ক) বিকৃতি মুক্ত ও মৌলিক বিশুদ্ধতাসহ ইসলামী জীবন পদ্ধতি উপস্থাপন করা।

(খ) পক্ষপাতহীনভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্লেষণ এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তার গ্রহণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলোর শ্রেণী বিন্যাস করা।

(গ) বর্তমান সময়ে মানুষ যে সব সমস্যার মোকাবেলা করছে তার সকল দিকগুলোর বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন মানব রচিত আদর্শ ভিত্তিক সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাগুলোর সঠিক ইসলামী সমাধান পেশ করা।

(২) সমাজে যারা পূর্ব থেকেই সৎ অথবা এখন থেকে যারা সৎ জীবন যাপন করতে প্রস্তুত এবং ইসলামী জীবন ধারার প্রাধান্য সম্পর্কে যারা আস্থাশীল এবং যারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সচেতনভাবে উপলব্ধি করে- তাদেরকে খুঁজে বের করা, সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদেরকে সংগঠিত করা এবং তাদেরকে সভা সমিতি, শিক্ষাকোর্স ও বাস্তবভাবে ময়দানে কাজের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দান।

(৩) সম্ভাব্য সকল উপায়ে জনগণের খেদমত করা। বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক ও সমাজ সংস্কার মূলক কাজের ব্যাপক প্রোগ্রাম নেয়া। এ পর্যায়ে যে কাজ হাতে নেয়া যেতে পারে সেগুলো হলো ঃ

(ক) অসৎ আমলা ও হয়রানকারী গুণ্ডাদের অত্যাচার নিপ্পেষণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা;

(খ) বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে মেডিক্যাল সাহায্য প্রদান;

(গ) গরীব অসহায়, বিধবা-এতিম, অসামর্থ দুর্দশাগ্রস্ত ও মুসাফিরদের সাহায্য প্রদান;

www.pathagar.com

(ঘ) জনগণের সহায়তায় গ্রাম্য রাস্তা ও পুল নির্মাণ ও মেরামতের ব্যবস্থা করা এবং দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর সব কিছু দূরীকরণ;

(ঙ) জনগণের প্রয়োজনীয় রিলিফ কার্যে অংশগ্রহণ;

(চ) গরীব ছাত্রদেরকে সাহায্য ও বৃত্তি প্রদান;

(ছ) শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

সংস্কারমূলক কার্যক্রম ঃ

(ক) ইসলামের সহজ ও সঠিক শিক্ষা প্রদান, জনগণ যাতে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহির ভয় নিয়ে কাজ করে তার ব্যবস্থা করা;

(খ) মসজিদ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নয়ন;

(গ) সাধারণ পাঠাগার স্থাপন যাতে ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারার সৃষ্টি হয়, যার ফলে ঃ

(১) মুসলমানদের মধ্যকার বিকৃত সামাজিক সম্পর্কের কৃত্রিম মত পার্থক্য দূরীভূত হতে পারে;

(২) বিভিন্ন গ্রুপ ও ফেরকার ধর্মীয় বিরোধ বন্ধ হতে পারে;

(৩) জনগণ যাতে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কুসংস্কার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে;

(৪) জনগণ যাতে সকল প্রকার শোষকদের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে;

(৫) ইসলাম সম্মত যে কোন জনস্বার্থমূলক কাজ তা যত ছোট বা সাধারণই হোক না কেন জনগণ যেন তাকে ঘৃণা না করে;

(ঘ) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

(ঙ) ঘুষ, মদ, যৌন বিকৃতিকারক সকল মাধ্যম, মুনাফাখোরী, মওজুদদারী, কালোবাজারী ইত্যাকার ইসলাম বিরোধী ও সমাজ বিরোধী কার্যকলার প্রতিহত করণে জনগণকে সংগঠিত করা।

www.pathagar.com

(৪) স্থায়ী কর্মসূচীর ৪র্থ দফা হলো সরকারের পুনর্গঠন। রাষ্ট্র ও জনগণ সম্পর্কিত প্রতিটি ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক সরকারকে সঠিক পরামর্শ দান ও তদনুযায়ী পরিচালনা করা দরকার। সরকারী নীতি পুনর্গঠনের জন্য এ কর্মসূচীর অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও তার মাধ্যমে সৎ নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণের চেষ্টা করা উচিত।

নেতৃত্বের সমস্যার ব্যাপারে নৈরাশ্যজনক ব্যাপার হলো এই যে, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের বড় অভাব রয়েছে। কোন যোগ্য নেতাকে দেখা যায় যে, সে চরম অসৎ আবার কোন নেতা যদি সৎ হয় তাহলে সে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। সততা ব্যতীত যোগ্যতা বিপজ্জনক আর যোগ্যতা ব্যতীত সততা অর্থহীন।

কাজেই সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংশোধনের কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

প্রচ্ছদ
[illegible]

www.pathagar.com